02 2002
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডা. শরীফউদ্দিন পেশোয়ার

# মুসলমানদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হতে হবে

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিবেক দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'সমস্ত মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ধনীসদৃশ। যারা জ্ঞানী তারা অন্ধকার যুগেও উত্তম এবং ইসলামী যুগেও উত্তম।' (মিশকাত শরীফ)। পৃথিবীর সর্বকালের সর্ব প্রকারের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যকে যদি এক জায়গায় একত্র করে মেমোরিতে (সেলে) রাখা যায় তাতে এর এক লাখ ভাগের স্থানও পূরণ হবে না। বেশ আগেই জানা গেছে- আধুনিক কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করলে ব্রেন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। আধুনিক কম্পিউটার যেখানে ১০০ বিলিয়ন বিট তথ্য জমা ও মনে করতে পারে সেখানে মানুষের মস্তিষ্কের সামর্থ্য অসীম। ড. মেনফ্রেড ইগার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ব্রেনের বেগন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সংঘটিত হতে সময় লাগে মাত্র ১ সেকেন্ডের ১০ লাখ ভাগের ১ ভাগ। তিনি আরও বলেছেন, একটি দ্রুতগামী গাড়ির নিচে চাপা পড়াকালে এক পা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে ও তা দ্রুত কার্যকরী করতে মস্তিষ্কের নিউরোনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রয়োজন হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সময় ব্যয় হয় ১ সেকেন্ডেরও কম। ব্রেন যে এত কাজ করতে সক্ষম সেখানেও মানুষ মাত্র ব্রেনের ৪ থেকে ৫ শতাংশ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা ব্রেনের মাত্র ১০-১৫ ভাগ ব্যবহার করতে পেরেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে- আমাদের দেশে প্রতিভাধারী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও বড়মাপের সাহিত্যিক নেই কেন? এজন্য নেই যে, হারাম-হালাল বেছে খাবে মুসলমানদের মধ্যে এমন মানুষ কম। তেলে যেমন খাদ এবং পানি মিশ্রিত হলে ভাল জ্বলে না তেমনি কোন মুসলমান হারাম-হালাল না জেনে ভক্ষণ করলে তার অন্তরে আলোর (নূর) বিচ্ছুরণ ঘটে না। আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন যে, কেউ জ্ঞান হাসিল করতে চাইলেই জ্ঞান হাসিল করতে পারবে না। গরিবের সন্তানের জন্য বড় বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থা নেই। স্বইচ্ছায় জ্ঞান হাসিল করতে চাইলেও বই পাবে না। ভাল বই নেই, বই থাকলেও বাংলা ভাষায় অনুবাদ নেই। বিশেষ করে দর্শন এবং মেডিকেল সায়েন্সের (সরকারের উচিত অন্তত মেডিকেল এবং দর্শন শাস্ত্রের বই যতটা সম্ভব অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা)। যুগে যুগে গরিব এবং কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের করুণ উক্তি এখানে লক্ষণীয় : I never realized I was black until come to U.M.C. অপর এক যুবক বলেন : I suppose the blackmans struggle is eventually to gain equal otaning in this predseminantly white country without at the same time becoming a carbon copy of the whiteman' Time : April 16.1979.P.104

প্রথমে ৩২৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ অর্থাৎ আলেকজান্ডারের জীবদ্দশা পর্যন্ত শুধু ধনী ও অভিজাত বংশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেত। আর দরিদ্র ও দাস সম্প্রদায়ের সন্তানদের জন্য ব্যবসা, কায়িক শ্রম নির্দিষ্ট ছিল। আর্য যুগে যে ৪টি শ্রেণীভেদের জন্ম হয়েছিল তার মূলে ছিল শিক্ষা। এই শ্রেণীভেদের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা অবশিষ্ট দুটি শ্রেণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন, 'আর্য আমলে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য শিক্ষার দ্বার করে রেখেছিল চিররুদ্ধ। শুধু তাই নয়, বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মতো পৌরাণিক ধর্মে ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের একচেটিয়া অধিকার' (History of Bengali Language and Literature. By Dr. Dinesh Chandra Sen)

বৌদ্ধ আমলে যদিও বর্ণবাদ বা বর্ণ শ্রমের স্বীকৃতি ছিল না কিন্তু কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণে তা ফের স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর পর মুসলিম আমলে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ মুসলমানদের কোরআনের নাজিলকৃত প্রথম শব্দই ছিল 'পড়'। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিদ্যা অর্জন কর।'

ব্রিটিশ আমলে সবার জন্য খুলে দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে হিন্দুদের জন্যও বরাদ্দ করা হয়। পাকিস্তান আমলে সব মুসলমানের জীবনে

শিক্ষার আলো পৌঁছবে দূরে থাক, একের পর এক দেখা গেল নিষ্ক্রিয়তা, বিশৃংখলা, সুযোগ সন্ধান, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি নানা পুরনো মনোভঙ্গির পুনরাবির্ভাব। আর এখনকার অবস্থা তো সবার সামনে। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে পাস ফেল নেই। সবাই পড়বে, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু। ছাত্রও পণ্ডিত হয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ফেল কিন্তু যদি অক্ষরজ্ঞান না থাকত? নজরুলের জন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়নি। সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী, আমাদের দেশের কবি আল মাহমুদ, আব্দুল করিম, আকবর বাদশা (তাদের দর্শন হোক ভাল অথবা মন্দ) পরীক্ষার খাতায় ফেল কিন্তু তাদের মতো ক'জন আছে এদেশে এ পৃথিবীতে? রাসূল (দঃ)-এর কাছে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের সাহাবীরা আসতেন কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য। নবী করীম (দঃ)-এর আমলে মদিনায় ছিল ৯টি মসজিদ। এসব মসজিদে মদিনা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য সমবেত হতো। শিক্ষাদানের জন্য বহু প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী সাহাবী তখন ছিলেন নিয়োজিত। ইতিহাসবিদ ইয়াকুবের মতে বাগদাদে ৩০ হাজার মসজিদ শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। বড় বড় মসজিদে পাঠ্য তালিকা ভাগ করা ছিল। পরিব্রাজক নাসির খসরুর মতে (একাদশ শতাব্দীতে) মিসরের রাজধানী কায়রোর মসজিদে প্রত্যহ ৫ হাজার লোক দ্বীন ইসলাম হাসিল করার জন্য সমবেত হতো। সাম্প্রতিককালের মিসরের 'জামে আযহার', দিল্লির 'জামেয়া মিল্লিয়া' এবং 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' মসজিদভিত্তিক শিক্ষারই উত্তর ফসল। খুলাফায়ে রাশেদার আমলে হজরত ওমর (রাঃ) ইসলামী শিক্ষার ওপর বক্তৃতা দেয়ার জন্য কুফা, দামেস্ক ও বসরায় বিদ্বান ব্যক্তিগণকে নিয়োজিত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি কোরআন বিশেষজ্ঞ আলিমদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তারা সাম্রাজ্যে বিভিন্ন মসজিদে পাক কোরআন ও হাদীসের ওপর বক্তৃতা দিতেন। খলিফা ওমর (রাঃ) এসব বক্তৃতা শ্রবণের জন্য জনগণকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে সময়ে শিক্ষার বিষয়বস্তুত ছিল (১) আল কোরআন (২) আল হাদীস (৩) বাক্যালংকার (৪) নীতিশাস্ত্র (৫) দর্শন (৬) ইতিহাস (৭) অংক (৮) বাক্য (৯) সাঁতার (১০) তীর-বর্শা নিক্ষেপ (১১) ঘোড়দৌড়। ইতিহাসবিদ আমির আলি ওমর (রাঃ) সম্বন্ধে বলেন, ওমর (রাঃ) অভিভাবকদিগকে এ তাগিদও দিয়েছিলেন যে, You should make them learn well known proverbs, wise saying and good Poetry (আমির আলির কথায়) উমাইয়াদের আমলে কর্ডোবা, সেভিল, টলেডো, জেইন এবং মালাগা কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য ইতালি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে শিক্ষার্থীরা ভিড় জমাত। শুধু কর্ডোভাতেই ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরি, ৭০টি কলেজ এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ২০০টি স্কুল ছিল। ঐতিহাসিক কাসিরির হিসাবে ১৭০ জন পণ্ডিত ও দরবেশের জন্ম হয় কর্ডোভাতে।

যা হোক, ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই এ কথাগুলো জানেন এবং এও জানেন শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। আমার জিজ্ঞাসা, সেই একই মুসলমান আজ কেন এত মেধাহারা? আমি এও মনে করি- মুসলমানরা যদি পুরোপুরিভাবে খ্রিস্টানি আচরণ গ্রহণ করে তাহলে উন্নতি করতে পারে। আর যদি পুরোপুরিভাবে দ্বীনে আসে তাহলেও উন্নতি করতে পারে। মুসলমানরা আজ দুই নৌকায় পা দিয়েছে। যার জন্য এত দুর্দশা, এত মেধাহীনতা। মুসলমানদের উন্নতি শুধু মাদ্রাসায় পড়লেই হবে না, সব ধরনের জ্ঞানই হাসিল করতে হবে তাদের। তবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইংরেজি, দর্শন, অংক, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, কম্পিউটার, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি। এই সাবজেক্টগুলো তখনই পড়বে যখন ইসলাম ভাল করে জানা হয়ে যাবে। মুসলমানরা ভাল করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি রপ্ত করে নিলে ইংরেজ বা বিধর্মীদের শরণাপন্ন হতে হবে না। বিধর্মীদের শরণাপন্ন হলে ভয় থাকে ভেজাল মিশ্রণ করার। কওমী ছাত্ররা যখন দাওরাই হাদীস পাস করবে, কমপক্ষে জালালাইন পাস করবে তখন বিজ্ঞান শিক্ষায় বেশি বেশি করে মনোনিবেশ করতে হবে।

এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, আমার জ্ঞান কম, তোমার জ্ঞান কম, অমুকের মেধা কম। বিষয় হল- জ্ঞানকে বিকশিত করার লোকের অভাব, চেষ্টা করার লোকের অভাব। মহান আল্লাহ এ অভাব কবে দূর করবেন?